নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.০০২.২০১১.২২৭

তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪২৪ / ০৩ এপ্রিল ২০১৮

বিষয়: আগামী ১৫ মে ২০১৮ তারিখ গাজীপুর এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ১৫ মে ২০১৮ তারিখ গাজীপুর এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশনের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জানিয়েছে যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন-এর নির্বাচন পরিচলানার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ এবং আপিল নিষ্পত্তির জন্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকাকে এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনাকে নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী এবং সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমন্ডলী নির্বাচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। ভোটকেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন করা হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্থাপনা/অঙ্গন ভোটগ্রহণের কাজে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৩। গাজীপুর এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/ বেসরকারি/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অতীতের মতো এই নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে সরকার আশা করে। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিধান সংবলিত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নম্বর আইন)-এর ২ এর (ঘ) এবং ৪ এর (৩)(৪)(৫) ধারা অনুসারে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্তরূপে নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজ চাকুরির অতিরিক্ত হিসাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরিরত বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকুরিরত অবস্থায় তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তাঁদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব অগ্রাধিকার পাবে।

৪। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ৫২৬ অনুচ্ছেদ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০-এর বিধি ৩ অনুসারে সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য।

৫। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের অধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে অনুরোধ জানানো হলো।

C:\Users\user\Desktop\Gazipur & bKhulna CC.doc

৬। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশনা জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো।

৭। নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০-এর বিধি ৮৯ অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ (পনের) দিন সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকে নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলি করা হতে বিরত থাকতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৩.০৪.২০১৮
(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন -১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং ৪৫.১৩৭.১১৬.০০.০০.০০৩.২০১৬- ৫২০/১(২২)

তারিখ: ২২ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৯ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেলের সকল কর্মকর্তা) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

22.04.2018
(এ. জেড. এম. শারজিল হাসান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.০০২.২০১১.১১৫

২০ চৈত্র ১৪২৪
তারিখ: -----------------
০৩ এপ্রিল ২০১৮

বিষয়: আগামী ১৫ মে ২০১৮ তারিখ **গাজীপুর** এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের **কাউন্সিলর** ও সাধারণ আসনের **কাউন্সিলর পদে** নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (**বিশেষ বিধান**) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ১৫ মে ২০১৮ তারিখ গাজীপুর এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ যাতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

২। এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জারিকৃত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধানাবলির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ৫ ও ৬ ধারায় যথাক্রমে শৃঙ্খলামূলক ও দণ্ডের বিধানাবলি সন্নিবেশিত রয়েছে।

৩। উল্লেখ্য যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব অর্পিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারি/ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নির্বাচন কর্মকর্তা' হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিযুক্তির জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নাও থাকতে পারে। নির্বাচন কমিশন কোনো সরকারি/আধাসরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখিতভাবে কোনো তথ্য সরবরাহ, কর্মসম্পাদন ইত্যাদির জন্য যে কোনো নির্দেশ প্রদান করলেই সে দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ও কর্মসম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারি নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। সরকারের কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারি নির্বাচনি দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। ভোটগ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি/ব্যক্তি সকলেই নির্বাচন কর্মকর্তা। সুতরাং নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য, ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অসদাচরনের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি সংস্থা/অফিস এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন থেকে নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
০৩.০৪.২০১৮
(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন -১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং ৪৫.১৫৭.১১৬.০০.০০.০০৩.২০১৬- ৫৫১/১(১৩)

তারিখ: ২২ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৯ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেলের সকল কর্মকর্তা) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
১২। লাইব্রেরিয়ান/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। ১০ম হতে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারী (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

22.04.2018
(এ. জেড. এম. শারজিল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৭৯৮৫